দ্য ডার্ক নাইট

(অপার্থিব বইয়ের পরিমার্জিত সংস্করণ)

সুস্ময় সুমন

উৎসর্গ

লাইট অ্যান্ড শ্যাডোর স্বত্বাধিকারী
জনাব মুজিবুর রহমান (মুজিব),
শ্রদ্ধাস্পদেষু।

১

বর্তমান সময়...

অ্যাবসিলিউট ভদকা!

এটা প্রিয় ব্র্যান্ড তার। মাত্র তিন পেগেই জীবনের সব পাষাণভার নেমে যায় বুক থেকে, দাউ দাউ জ্বলে ওঠে ভিতরটা, যেন স্বস্তি ফিরে আসে অনুভূতিতে।... এটা নিত্যসঙ্গী তার, স্রেফ নিত্যসঙ্গী বললে ভুল হবে, এটাই এখন এগিয়ে চলার একমাত্র পাথেয়। জীবনে এতকিছু প্রাপ্তির পরেও অ্যালকোহল ছাড়া গতি নেই তার, না টাকা না মেয়েমানুষে। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে খুব, মনে হয় পার্থিব সবকিছু ছেড়ে কোথাও চলে যাক। পাহাড়ে কিংবা জঙ্গলে। চাঁদে কিংবা মঙ্গলে।

নিজেকে নিয়ে খুব বেশি উচ্চাশা ছিল না কখনোই, তারপরেও যা কিছু পেয়েছে তা যেন ভয়ঙ্কর অশুভ।...হ্যাঁ, প্রাচুর্য। ঐশ্চর্য। এসবই নষ্ট করে দিয়েছে তার জীবনটাকে, বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সুখ আর শান্তি। অসহায় হয়ে পড়েছে সে, প্রচন্ড অসহায়।

গলায় পেগ ঢালল সে, পুড়তে পুড়তে নেমে গেল তরল পানীয়। প্রচুর বরফ মিশিয়ে পেগ তৈরি করে, সঙ্গে থাকে হালকা পানি। তারপরেও কড়া হয়ে যায় পেগগুলো, ঠিক যেন তার জীবনের মতো।

নিজের ফ্ল্যাটের ড্রইংরুমে বসে আছে মেহবুব, পাশের রুমে শায়লা একা। মনের গভীরে জানে শায়লা এখন কী করছে। জামশেদের সঙ্গে অনলাইনে আছে ও, চ্যাট করছে দু'জনে। জামশেদ, তার বুজুমফ্রেন্ড, বন্ধুমহলে লেডিকিলার হিসাবে যার পরিচিতি, চরম মেয়েবাজ আর অনুভূতি শূন্য একজন মানুষ। হুম... মাথা নাড়ল সে, অসহায়ের মতো বুকের বাম পাশটায় হাত রাখল, ভর্ৎসনা জাগলো নিজের প্রতি।

আশ্চর্য রকম বৈসাদৃশ্যের পরেও টিকে আছে তাদের সংসার, টিকে আছে দাম্পত্য। অথচ...

সিগারেট ধরানো দরকার, লাইটারটা পাশেই ছিল, এখন দেখল না কোথাও। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, হাতে করে নিয়ে এসেছিল ওটা, বোতলের পাশে রেখেছিল।

নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগল তার, কী যে হয় আজকাল, সে কী ধীরে ধীরে মানসিক রোগি হয়ে যাচ্ছে?

বুকের ভিতর স্তূপীকৃত ঘৃণা মাথা চাড়া দিল, বিরক্তিকর অব্যয়ধ্বনি বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। এখন উঠতে হবে, যেতে হবে বেডরুমে, শায়লা নিশ্চয় তখন অন্যকিছু ভাববে! ভাববে, লাইটার খুঁজতে নয়, ওটা একটা বাহানা, মেহবুব রুমে ঢুকেছে ওকে ডিস্টার্ব করতে। দেখতে এসেছে বউ কার সঙ্গে অনলাইনে ব্যস্ত আছে।

কিন্তু অমন কিছু চায় না সে, অপ্রীতিকর কিছু ঘটুক এটা তার কাম্য নয়। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, শালার লাইটারটা এখনই...

অসহায়ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাল মেহবুব, মেজাজ খিঁচড়ে আছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, সিগারেট ধরানোটা জরুরি। যা থাকে কপালে, ভাবল সে, উঠতে যাবে আর তখনই শুনল শব্দটা।

একটা হাসি–চাপা আর খসখসে!

অথচ কখনোই এমন হওয়ার কথা নয়। গোটা ফ্ল্যাটে সে আর শায়লা ছাড়া আর কেউ নেই। শায়লা ওর রুমে, সে এখানে। ওদের দু'জনের মাঝে কেউ হাসেনি, এটা নিশ্চিত, তাহলে শব্দটা এলো কোত্থেকে?

কেন যেন ভালো লাগল না তার, ক'দিন আগের ঘটনাটার কথা মনে পড়তে আরো বিষাদ-আক্রান্ত হলো।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর, খেয়াল হলো, কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে রুমটা। নয়তলার উপর ফ্ল্যাট তাদের, এসি ছাড়াই হু হু করে বাতাস আসে। পিছন ফিরে তাকাল মেহবুব, যা ভেবেছিল তাই, দখিনের জানালাটা খোলা।

ওটা সে নিজে খুলেছে?...কখন? মনে করতে পারল না ।

ফ্ল্যাটটা মেইন রোডের ধারে। জানালার পাশ থেকে উঁকি দিল, অসংখ্যা যানবাহন, দূরের নিয়ন সাইনগুলো কেমন যেন বুখে হয়ে যাচ্ছে...উপর থেকে দেখতে ভালোই লাগে বিলবোর্ডের শহরটাকে।

কিন্তু আজ লাগল না।

আবার কেঁপে উঠল সে, ঠান্ডাটা অদ্ভুত ধরনের, শীতকালের ঠান্ডার মতো

স্বাভাবিক নয়, কেমন স্যাঁতস্যাঁতে। অথচ শীতকাল এখনো আসেনি!

দাঁতে দাঁত লেগে খটখট শব্দ উঠল, ঠান্ডাটা যেন ঢুকে যাচ্ছে হাড়ের গভীরে। এই ঠান্ডার সঙ্গে রয়েছে মৃত্যুর সম্পর্ক।

"শায়লা!" তারস্বরে ডেকে উঠল মেহবুব, কিন্তু গলায় ঠিকমতো আওয়াজ ফুটল না। "শায়লা, একটু এদিকে এসো তো!"

সাড়া দিলো না কেউ। ঠান্ডাটা আরো বেড়ে অসহ্য হয়ে উঠল। ঠিক তখনই আবার ফিরে এলো হাসিটা। শীতল আর অশ্লীল। হৃদপিন্ডে চাপ বাড়ল তার, রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হয়ে শক্ত হয়ে উঠল শরীর।

কী হচ্ছে এসব ফ্ল্যাটের মাঝে?

কলবেল বাজল!

কে এলো এখন?

সারিতা ফিরে এসেছে? ওর না আজ বান্ধবীর বাসায় থাকার কথা!

অসাড় হয়ে আছে শরীর, অশুভ একটা অনুভূতি জাগল মনে। দু'চোখে আতঙ্ক নিয়ে সামনে এগোচ্ছে সে, দরজার কাছে গিয়ে থামল।

এমন তো হওয়ার কথা নয়। কেউ কলবেল চাপার আগে সিকিউরিটির ফোন করার কথা। কিন্তু একরামুল ইন্টারকমে কল করেনি।

"কে?" কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

সাড়া দিলো না কেউ। আবার কলবেল বাজল!

একবার ভাবল, খুলবে না দরজা! তারপর কী ভেবে পিপহোলে চোখ রাখল। লাফ দিয়ে মুখে উঠে এলো কলিজা!

খোদা!

প্রচন্ড চাপে চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইল তার, মৃত্যু-আতঙ্ক নিয়ে সে ভাবল, *না, দরজা খুলব না আমি...খুলব না...*

কিন্তু দরজা খুলে দিতে বাধ্য হলো বরাহ নন্দন!